ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০২১ এপ্রিল-আগস্ট • বৈশাখ-ভাদ্র ১৪২৮

ভেতরের পাতায়

সম্পাদকের কৈফিয়ত	২
কঙ্গো প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন	২
পিকেএসএফ-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩
অভিযোজন তহবিল-এর NIE Country Exchange Program-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ	৩
নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পিকেএসএফ-এ স্বাগতম	৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৫
PACE প্রকল্পের অগ্রগতি	৬
কৈশোর কর্মসূচি	৭
অভিযোজন তহবিলের জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিকেএসএফ-এর স্বীকৃতি অর্জন	৮
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষায়িত কার্যক্রম	৮
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম	৯
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	৯
LRL কার্যক্রম	১০
স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প	১০
RMTP প্রকল্পের অগ্রগতি	১১
পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে পুনর্বিন্যাস	১২
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং	১৪
শুদ্ধাচার কার্যক্রম	১৪
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	১৫
পিপিইপিপি প্রকল্প	১৬
পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সভা	১৭
গবেষণা কার্যক্রম	১৭
আবাসন ঋণ কর্মসূচি	১৮
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	১৮
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১৯
গবাদি প্রাণী সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম	১৯
কৃষি ইউনিট	২০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	২০
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২১
পিকেএসএফ-এর ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা	২২
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	২৩
ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ক ওয়েবিনার	২৪

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো দিবস। ১৯৭৫ সালে এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ১২ আগস্ট ২০২১ এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সভাটি সঞ্চালনা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, দেশের তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষকে আপন করে নেয়ার অনন্য ক্ষমতা ছিলো বঙ্গবন্ধুর। বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনে নিজের জীবন উৎসর্গ করা এই মহান নেতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে পিকেএসএফ যে ব্যাপক বিস্তৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, তা আগামীতে আরো বেগবান হবে বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগকে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন তার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এমন বিভিন্ন দেশের কতিপয় বিখ্যাত নেতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কালক্রমে যেভাবে গণমানুষের মনে তাঁর আসন সুগভীর ও সুদৃঢ় করেছেন এবং এখনো এমন প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক, তেমন উদাহরণ বিশ্বের আর কোনো নেতা সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি বলেন, অনেক পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রত্যয়ী নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর হৃদয় জুড়ে ছিলো শোষণ-বঞ্চনাহীন, সমঅধিকারসম্পন্ন জনমানুষের এক বাংলাদেশ। পিকেএসএফ সর্বদা এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে। এছাড়া, ড. আহমদ 'ব্রতচারী আন্দোলন'-এর সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা বিষয়েও উল্লেখ করেন।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, জনাব নাজনীন সুলতানা এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব হুমায়রা ইসলাম ও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রায় চার'শ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদকের কৈফিয়ত

এই নিয়ে ‘তথ্য সাময়িকী’-র সম্পাদককে দ্বিতীয় বার কৈফিয়তের বয়ান রচনা করতে হল। এমন রীতির সঙ্গে পাঠকদের তেমন পরিচয় ছিল না আগে। ভবিষ্যতই বলে দেবে, আবার এমন সম্পাদকীয় লেখার প্রয়োজন পড়বে কি-না। গত বছরে করোনার প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় সাধারণ ছুটি শেষে কাজকর্ম শুরু হবার পর দেখা গেল, ত্রৈমাসিকের ‘প্রান্তিক’ পর্ব অনুযায়ী হিসেব ঠিক রেখে তা প্রকাশ করতে গেলে করোনাকালে পিকেএসএফ যেসব বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেগুলিকে কালনির্দিষ্ট সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ পিকেএসএফ এবং সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের সহযোগী সংস্থাসমূহের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে এই দুর্যোগকালে মানুষের পাশে থেকে সহায়তা প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রমকে সচল রাখার চেষ্টা করেছি। সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প আমরা সফলভাবে বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ ছিলাম। এইসব সংবাদ যদি শুধু সময়সীমা রক্ষার্থে পরের প্রান্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হত, তাতে প্রাসঙ্গিকতা বিঘ্নিত হত। অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই, দুই প্রান্তিককে একক গ্রন্থিতে যুক্ত করে যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল।

করোনা এখনো তার দন্ত নখর দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। কঠোর বিধিনিষেধের দীর্ঘকাল পেরিয়ে আমরাও কাজে যোগ দিতে পেরেছি ১১ আগস্ট তারিখে। এর অতিরিক্ত এক বাস্তবতা হল, দীর্ঘদিন পিকেএসএফ-এ আমাদের সর্বোচ্চ অভিভাবক ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক’ হিসেবে কেউ ছিলেন না। তদুপরি, সংস্থার ঊর্ধ্বতন পরিচালক পর্যায়ে অর্থবহ পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে শুধু প্রান্তিকের হিসেব মান্য করার জন্য পরের সংখ্যা পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায় না। সেটাকে কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত অথবা শোভন বলে গ্রহণ করা যায় না। তাই এবারও যুগ্ম সংখ্যা, তবে ছ'মাসের নয়, পাঁচ মাসের। আর ২০২১ সালের শেষ সংখ্যাটি হবে চার মাসের। সব মিলিয়ে বর্তমান যুগ্ম সংখ্যায় পাঠকের খোরাকে কিন্তু প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য থাকছে। করোনাকালে আমরা সবাই যেন সাবধানে থাকি, সুস্থ থাকি।

কঙ্গো প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন

বিগত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ পরিদর্শনে আসেন। এই উপলক্ষ্যে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একটি দ্বিপাক্ষিক সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় কঙ্গোর ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।

কঙ্গো প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন Mr Tenday Lua, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; Mr Jean Pierre Otshumbe, Mr Jonas Didier Ntaku এবং Mr Theodre Boniface Socrates Kabeya, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; Mr Dadou Kapandji, পলিসি বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং জনাব নাজির আলম, ডিআরসি অনারারি কনস্যুলেট, ঢাকা। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ এবং এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে এই সভায় আলোচনা করা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগদান করেন এবং কঙ্গো প্রতিনিধি দলকে পিকেএসএফ-এ স্বাগত জানান। পিকেএসএফ-কে একটি মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করে ড. আহমদ কঙ্গো সরকারের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণের পরিবর্তে পিকেএসএফ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত অর্থায়ন এবং অন্যান্য সহায়তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন এবং পিকেএসএফ দলের নেতৃত্ব দেন। দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে পিকেএসএফ-এর অবদান বিষয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক বক্তব্য প্রদান করেন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন বহুমাত্রিক মানবকেন্দ্রিক কার্যক্রম তুলে ধরে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তারা কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পিকেএসএফ উন্নয়ন মডেলের অনুসরণে কার্যক্রম গ্রহণে প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে অনুরোধ করেন।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দ কঙ্গো প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পিকেএসএফ-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একাদশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পিকেএসএফ-এ যোগদানের পূর্বে ড. নমিতা হালদার এনডিসি ৩০ বছর প্রজাতন্ত্রের স্থানীয় প্রশাসন থেকে উচ্চতর নীতি-নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন - উভয় পর্যায়েই নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অভিবাসন প্রক্রিয়ার সংস্কারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ড. হালদার ২০১৮ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরিয়াল ফেলো এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাম্মানিক সদস্য ছিলেন।

ড. হালদার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

উৎকর্ষ সাধন এবং কাজের সাফল্য অর্জনে ড. নমিতা হালদার এনডিসি পেশাগতভাবে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

অভিযোজন তহবিল-এর NIE Country Exchange Program-এ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

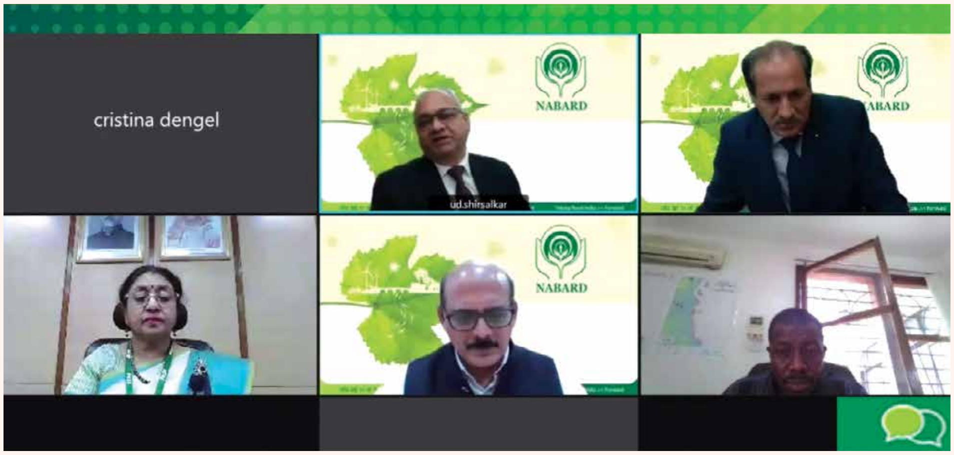

ভারতের National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে 'NIE Country Exchange Program 2021' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী (১৭, ১৯ ও ২৪ আগস্ট ২০২১) একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অ্যাডাপটেশন ফান্ড-এর মোট ১২টি National Implementing Entity (NIE)-এর (ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ফেডারেটেড স্টেটস অফ মাইক্রোনেশিয়া, ইউনাইটেড রিপাবলিক অব তানজানিয়া, নাইজার, ইন্দোনেশিয়া, বেনিন, কোস্টারিকা, পেরু, জিম্বাবুয়ে, পানামা, বাংলাদেশ এবং ভারত) প্রতিনিধিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দও ওয়েবিনার সিরিজে অংশগ্রহণ করেন।

অন্যতম নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৪ আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে অনুষ্ঠিত 'Knowledge Fair'-এ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জানান, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে পিকেএসএফ টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবকেন্দ্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ দেশব্যাপী নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

অনুষ্ঠানে ড. হালদার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ঝুঁকি কমানোর ওপর আলোকপাত করেন এবং এ বিষয়ে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ও সাফল্য বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করেছে। BCCRF পিকেএসএফ-কে Community Climate Change Project (CCCP) বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশে কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন করেছে পিকেএসএফ। CCCP প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী এবং সুশীল সমাজ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ২০১৫ সালে 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সালে Green Climate Fund (GCF) পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশের National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। GCF, ২০২০ সালে পিকেএসএফ-এর Extended Community Climate Change Project (ECCCP)-Flood প্রকল্প অনুমোদন করে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বসতবাড়ির ভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, খাবার পানির জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং বন্যাসহনশীল জাতের ফসল চাষ ইত্যাদি।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য অভিযোজন তহবিল বোর্ডের অধিকতর সহযোগিতা আশা করেন। ড. হালদার পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশের NIE হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ডকে ধন্যবাদ জানান।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পিকেএসএফ-এ স্বাগতম

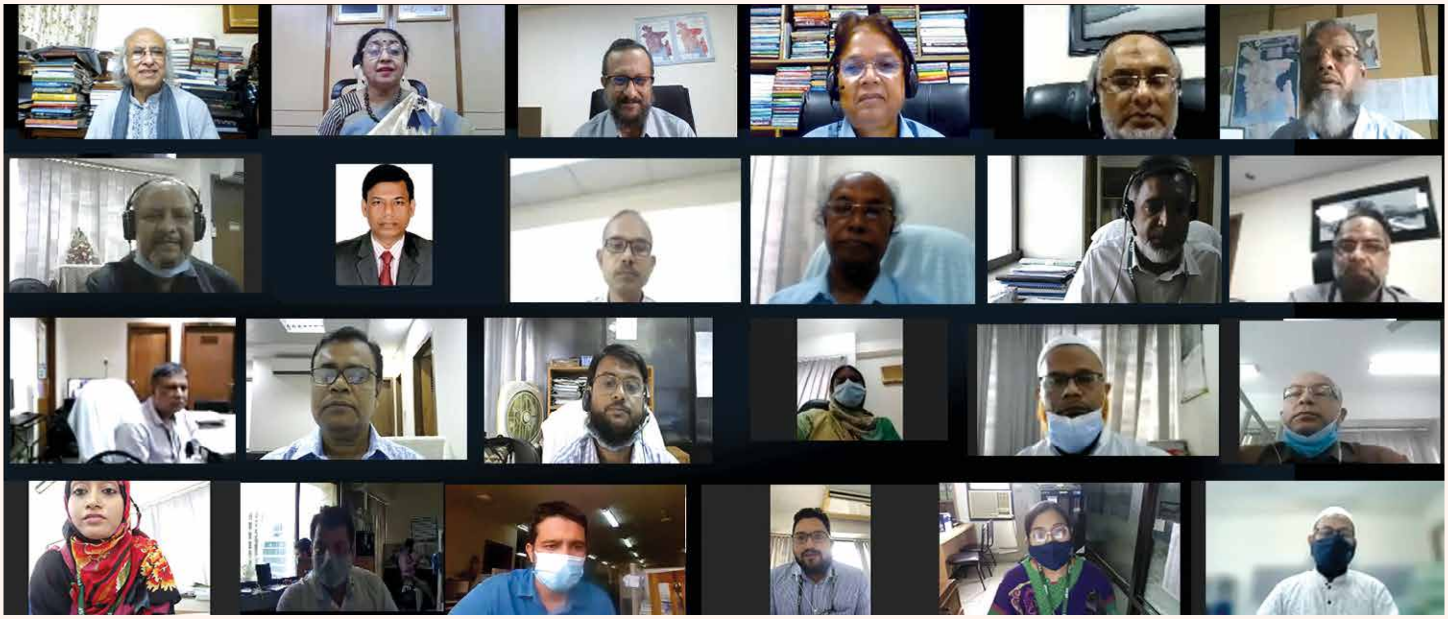

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি বিগত ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একাদশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ১১ আগস্ট ২০২১ বেলা এগারোটায় নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। সকলেই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তাঁর যোগদান উপলক্ষ্যে এক আনন্দ সম্মিলন সংঘটিত করেন। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমানও এই ভার্চুয়াল মঞ্চে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সর্বপ্রথম ড. নমিতা হালদার এনডিসি-কে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করেন। বাগেরহাটের পশ্চাৎপদ উপকূলীয় অঞ্চলে জন্ম নেয়া এক কর্মিষ্ঠা নারীর জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিণত এবং সফল এক সচিব হয়ে ওঠার কাহিনী তুলে ধরেন ড. জসীম উদ্দিন।

এরপর নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে একজন করে নির্বাচিত ব্যক্তি।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সাথে পিকেএসএফ-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। তাঁর এই জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা পিকেএসএফ-কে ভবিষ্যতে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পিকেএসএফ-এর জেন্ডার সাম্য থেকে শুরু করে উদ্যোগ উন্নয়ন পর্যন্ত সব ধরনের কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করতে ড. নমিতা হালদারের নেতৃত্বের প্রতি সকল প্রকারের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদও ড. হালদারের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বে পিকেএসএফ কোভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়ও সফল হবে।

সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদ পিকেএসএফ-এর শীর্ষ নেতৃত্বে একজন নারীর আবাহনকে ‘যুগান্তকারী’ হিসেবে অভিহিত করেন। গণমাধ্যমের সূত্র উল্লেখ করে তিনি ড. হালদারকে একজন সাহসী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর সাফল্য দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি যথাযথভাবে অবহিত। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও টেকসই ও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। এ জন্য তিনি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে কার্যসম্পাদন, জেন্ডার সাম্য ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুক্তিযুক্ত ও ইতিবাচক পরিবর্তনের মানসিকতা প্রয়োজন। পিকেএসএফ-এর নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হালদার বলেন, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দেশীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ-এর বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম শুরু থেকেই প্রধানত ক্ষুদ্রঋণের সীমায়িত গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সংঘস্মারক অনুসরণে কার্যক্রমের ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও ভিন্নমাত্রিকতা পিকেএসএফ-কে এখন একটি শ্রেষ্ঠ মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে।

চেয়ারম্যান মহোদয় পিকেএসএফ-এ সদ্য যোগদানকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালককে স্বাগত জানান এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, ড. হালদার-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর ব্যাপকবিস্তৃত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ আরও বেগবান হয়ে উঠবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল, দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০১টি ইউনিয়নে ১১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্রদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১৩.৩৮ লক্ষ খানায় ৫৯.৭৪ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান নয়, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যুব উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে অর্থ বিনিয়োগে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য এই কর্মসূচি দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছে এবং সমন্বিতভাবে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে রোল মডেল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিয়মিতভাবে ৬টি মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে 'সমৃদ্ধি'। এগুলো হলো- ১. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ; ২. শিক্ষা; ৩. দক্ষতা উন্নয়ন; ৪. আর্থিক সহায়তা; ৫. সামাজিক মূলধন গঠন এবং ৬. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা। করোনার প্রতিকূল প্রভাবে বর্তমানে এইসব কার্যক্রমের গতিশীলতা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু সহযোগী সংস্থাসমূহের তৎপরতা ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সকল কার্যক্রমই ইউনিয়ন পর্যায়ে চলমান আছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫৬.৮২ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২,৬৫০ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ৩৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ২,৩১,৯৭৬ জনকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। চলমান স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে ৫০টি সহযোগী সংস্থার ৯৩ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ৬২৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ মোট ৭১৮ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রায় ১৩.২৩ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে দেশব্যাপী ২০১টি ইউনিয়নের ৬,৪৩৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১,৬৭,৬৫০ জন শিক্ষার্থীকে এই শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এর প্রভাবে সমৃদ্ধিভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে ০.০৬%-এ নেমে এসেছে। সরকারি হিসেবে সারাদেশে এই হার প্রায় ৪-৪.৫%। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। করোনাকালে সকল বিদ্যালয় দেড় বছরের অধিক কাল বন্ধ থাকার কারণে বিশেষত দরিদ্র পরিবারসমূহের শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে। **সমৃদ্ধি**-র কর্মীবৃন্দ এই সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে নিয়মিতভাবে তদারকি করছেন।

আর্থিক সহায়তা

বিশেষ সঞ্চয়: বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের মধ্যে মহিলা-প্রধান ও প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবারসমূহে জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অনুদান (সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা) প্রদান করে নানা রকম আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় চলতি বছরের এপ্রিল-জুলাই ২০২১ প্রান্তিকে ৩১৫ জন সদস্য ২৩.৬৬ লক্ষ টাকা তাদের ব্যাংক হিসেবে জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এই সময়ে ১৯০ জন বিশেষ সঞ্চয়ী সদস্যকে সফলভাবে মেয়াদ পূর্ণ করায় অনুদান হিসেবে ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উপযুক্ত ঋণ: **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ -- এই তিন ধরনের ঋণ সেবা দেয়া হয়। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৬৫.৬৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

PACE প্রকল্পের অগ্রগতি

পিকেএসএফ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ডসমূহের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এসব ব্যবসাগুচ্ছের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিবিধ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় ১৬টি কৃষি ও ১৫টি অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে ৩,১১,৬১৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ২৫টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৩৩৮ জন উদ্যোক্তাকে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

ইফাদ কারিগরি পরামর্শ সহায়তা মিশন

ইফাদ-এর সুপারভিশন মিশন নিয়মিতভাবে তাদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বিভিন্ন কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে। PACE ও Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ০১-২৮ এপ্রিল ২০২১ সময়কালে ইফাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কারিগরি পরামর্শ সহায়তা মিশন পরিচালিত হয়। মিশনটি PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য PACE-AF (Additional Financing) প্রকল্পকে সহায়তা প্রদান করে এবং এইসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় কৌশলগত নির্দেশিকা প্রস্তাব করে, যার মধ্যে রয়েছে (ক) ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ, (খ) পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত অবকাঠামোসহ স্থানীয় বাজার উন্নয়ন, (গ) ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য বিদ্যমান ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণ এবং (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কাজ পরিবেশ উন্নয়ন। এছাড়া, RMTP-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মীদেরকে ভ্যালু চেইন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপ-খাতভিত্তিক কৌশলপত্র প্রণয়নেও সহায়তা প্রদান করে এই মিশন।

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

PACE প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। ১৭-১৯ জুন ২০২১ তারিখে ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী RMTP এবং PACE প্রকল্প, 'গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা' ও 'পরিবার উন্নয়ন সংস্থা'-এর মাধ্যমে বরিশাল ও ভোলা জেলায় কাঁকড়া চাষ, ইকো-ট্যুরিজম, মুগডাল ও সুগন্ধি ধান এবং সূর্যমুখী চাষ সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনি ২ জুন ২০২১ তারিখে 'নবলোক পরিষদ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাগদা চাষ; ০৬-০৯ জুন ২০২১ 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' ও 'ঘাসফুল'-এর হালদা নদী ও উচ্চ মূল্যের ফল চাষ; ১৬ জুন ২০২১ 'ওয়েভ ফাউন্ডেশন'-এর গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন; ১৮-২৪ জুন ২০২১ 'সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স (সিসিডিএ)'; 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)' ও 'জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)'-এর গলদা হ্যাচারি, কার্প গলদা মিশ্র চাষ ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন

বিগত ২১ আগস্ট হতে ইফাদের একটি সুপারভিশন মিশন PACE প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করছে। এটি PACE প্রকল্পের ৮ম সুপারভিশন মিশন। জনাব দেওয়ান এ. এইচ আলমগীরের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের সুপারভিশন মিশন প্রকল্প সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আয়োজনে সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় জুলাই ২০১৯ হতে কৈশোর কর্মসূচি দেশের ৫৯টি জেলার ২৬১টি উপজেলায় নির্বাচিত ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' হল এই কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য। কৈশোর কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড।

কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ১৮৪৫টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫৩ হাজার। এছাড়া ১০৪৫টি স্কুল ফোরাম গঠিত হয়েছে। স্কুল ফোরামের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২৬০৭৫টি উঠান বৈঠক ও ২৮৯২টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫০ হাজার কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেয়া হয়েছে। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ৪০৪টি বাল্যবিবাহ, ১২০টি যৌতুক প্রদান, ৩৩৪টি যৌন হয়রানি, নারী, শিশু এবং প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ৬৮টি সংস্থা সারা দেশে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর ওপর রচনা লিখন, কবিতা আবৃত্তি, পাঠচক্র, চিত্রাঙ্কন, হামদ-নাত, দোয়া মাহফিল ও গাছের চারা বিতরণ।

কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধন

কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে বিগত ২-২৩ আগস্ট সহযোগী সংস্থা ইএসডিও, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন-এর কৈশোর ক্লাবের সদস্যরা সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, ভোলা ও সাতক্ষীরা জেলায় গ্রামবাসীকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছে।

খাদ্য সহায়তা

সহযোগী সংস্থা সিসিডিএ বিগত ২৬ এপ্রিল কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার দৌলতপুর কিশোর ক্লাবের উদ্যোগে ১৬টি অসহায় পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিগত ০২ জুন অভয়নগর, যশোরে ভাটবিলা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ১৪টি পরিবারকে এবং ০৫ জুন ২০২১ জাফরপুর মাইলপোস্ট কিশোর-কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ১২টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি বিগত ১৭ এপ্রিল শরীয়তপুরে, নবলোক পরিষদ ২১ এপ্রিল বাগেরহাটে, জাকস ফাউন্ডেশন ৭ জুন ২০২১ জয়পুরহাটে কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাঝে স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করে। পাশাপাশি, নবলোক পরিষদ ১৬ এপ্রিল ২০২১ বাগেরহাটের কুড়ালতলা কিশোর ক্লাবের উদ্যোগে পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করে।

এছাড়াও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কৈশোর ক্লাবের সদস্যরা এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ সময়কালে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- আরআরএফ কিশোর ক্লাবের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমে ২৭ এপ্রিল ২০২১ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় এক প্রান্তিক চাষীর বোরো ধান কাটা ও মাড়াইয়ে সহায়তা করে।

- সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) ২৮ এপ্রিল এবং ৫ মে ২০২১ তারিখে বিভিন্ন কৈশোর ক্লাবের উদ্যোগে বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ০৫ জুন ভোলার হাতিয়ায় ফলজ বৃক্ষের চারা রোপণ করে।
- রমজান মাস উপলক্ষ্যে আরআরএফ, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও প্রত্যাশী ২৮ এপ্রিল–৫ মে ২০২১ দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিভিন্ন ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে।
- দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ডের আওতায় দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আইডিএফ ও টিএমএসএস ২৬ এপ্রিল–৫ জুন ২০২১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পাঠচক্র আয়োজন করে।
- ওয়েভ ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া কুমারখালী উপজেলার কল্যাণপুর কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ৫ মে ২০২১ গ্রামের অসহায় এক ব্যক্তিকে কৃত্রিম পা প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করে।

অভিযোজন তহবিলের জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিকেএসএফ-এর স্বীকৃতি অর্জন

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশে 'জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত অভিযোজন তহবিল বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের বেশকিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পিকেএসএফ-কে মনোনীত করে। সংস্থার কর্মপদ্ধতি, অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিক সাফল্য পর্যালোচনার পর ওয়াশিংটনস্থ অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে এই মনোনয়ন প্রদান করে। অভিযোজন তহবিলের পক্ষ থেকে পিকেএসএফ-কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অভিযোজন তহবিলের পর্ষদ সচিবালয় ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রেরিত এক চিঠির মাধ্যমে পিকেএসএফ-কে এই স্বীকৃতির বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করে।

২০০৭ সালে গঠিত অভিযোজন তহবিল-এর স্বীকৃত ৩৪তম এবং বাংলাদেশের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই স্বীকৃতি অর্জন করলো পিকেএসএফ। আশা করা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক তহবিলে পিকেএসএফ-এর অভিগম্যতা এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশে এ বিষয়ক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে পিকেএসএফ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF)-এর National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষায়িত কার্যক্রম

ECCCP-Flood প্রকল্প

পিকেএসএফ গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় এপ্রিল ২০২০ থেকে ECCCP- Flood প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ৪ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মোট বাজেট ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে জিসিএফ-এর অনুদান ৯.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-

এর সহ-অর্থায়ন ঋণ ৩.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটি বন্যাপ্রবণ ৫টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৯০,০০০ জন এবং পরোক্ষভাবে আরো ১,০০,০০০ মানুষ উপকৃত হবে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১,৭৫০টি বসতভিটা উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং ৩১৯টি ছাগলের মাচা সদস্যদের মাঝে বিতরণ ও মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বিষয়ে সদস্যদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বন্যাসহনশীল জাতের ফসল চাষ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পে ৯টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ঋণ হিসেবে ২৭,৬৮,৮২,০০০ টাকা পিকেএসএফ-এর পর্ষদ অনুমোদন প্রদান করে এবং ইতোমধ্যে পিকেএসএফ হতে সংস্থা পর্যায়ে ৩,৮০,৬৩,৪০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১৪-১৭ জুন ২০২১ তারিখে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও টিএমএসএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ECCCP-Flood প্রকল্পের অফিস ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পরিদর্শন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জিসিএফ-এর Readiness Support Mechanism-এর আওতায় এপ্রিল ২০২০ থেকে পিকেএসএফ একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জিসিএফ-এ বাংলাদেশের অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ০৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহীর সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আবদুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শ্যাম কিশোর রায়, নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। কর্মশালায় যৌথভাবে মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের তদানীন্তন পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সারওয়ার জাহান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব এসএম ইমরুল হাসান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ১০৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নসমূহে ২,০৫,৯৭০ জন নারী ও ১,৯৮,৫৯০ জন পুরুষ অর্থাৎ মোট ৪,০৪,৫৬০ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন

প্রবীণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রবীণ কমিটি এবং প্রতি ইউনিয়নে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি মাসে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ সময়কালে করোনা পরিস্থিতির কারণে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটির ৪২,৩২৯টি ও ইউনিয়ন কমিটির ৪,৭৭৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিপোষক ভাতা প্রদান ও মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান

প্রতিটি ইউনিয়নে অসচ্ছল সর্বোচ্চ ১০০ জন প্রবীণকে মাসিক জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ সময়ে ৭,১৩৬ জন নারী ও ৭,২৮২ জন পুরুষ প্রবীণকে মোট ৩.৬০ কোটি টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। অসচ্ছল প্রবীণদের মৃত্যুতে সৎকারের জন্যে মৃতের পরিবারকে এককালীন ২,০০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ সময়কালে ৮৫৭ জনকে মোট ১৭,১৪,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১৮২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় এবং শুধুমাত্র প্রবীণ কার্যক্রমভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে বিশেষ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এপ্রিল-জুলাই ২০২১ সময়ে ২৩ হাজার এবং এ পর্যন্ত ২.৪৫ লক্ষ প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম

কর্মক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য প্রবীণবান্ধব ঋণ নীতিমালার আওতায় ঋণ বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৭.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৫.৩০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র

প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং ইতিবাচক পরিবেশে জীবন যাপনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে একটি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১০২টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় এবং উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিস্তরণে সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ইউনিটের কর্মপরিকল্পনায় মূলত জনসমাবেশকেন্দ্রিক কার্যক্রম (যেমন: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, দিবস পালন ইত্যাদি) থাকলেও বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, কমিউনিটি রেডিও, সাইনবোর্ড ও মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ সময়কালে এই ইউনিট-এর আওতায় রেডিও মহানন্দা (প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি), রেডিও মেঘনা (কোস্ট ফাউন্ডেশন), রেডিও সাগরগিরি (ইপসা) এবং রেডিও সাগরদ্বীপ (দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা)-এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বার্তাসহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হয়। তাছাড়া, প্রতিদিন নারী ও শিশু অধিকার, কৃষিকাজ, প্রাথমিক ও সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী বিষয়ের ওপর পিকেএসএফ-এর ব্যানারে ক্ষুদে বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

LRL কার্যক্রম

কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার প্রণোদনা তহবিলের আওতায় পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করে। এই অনুদান ছাড়াও পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে ১০০ কোটি টাকায় Livelihood Restoration Loan (LRL) নামক একটি বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণে নির্বাচিত ১২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাগুলো পিকেএসএফ হতে গৃহীত ঋণ এবং এই ঋণ পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ১.৮৪ লক্ষ দরিদ্র উদ্যোক্তার মাঝে প্রায় ৬৩৩.৫২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে, যেখানে মাথাপিছু গড় ঋণ প্রায় ৩৪,৪০০ টাকা।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ এর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৫০০ কোটি টাকার অনুদান প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। অনুদানের অর্থ যথাযথ-ভাবে বাস্তবায়নের জন্য ঋণ কার্যক্রমের বিদ্যমান নীতিমালা পরিমার্জন করা হয়। পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ের সার্ভিস চার্জের বিদ্যমান হার ৫% থেকে কমিয়ে ১% করা হয়। অন্যদিকে সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জের হার বিদ্যমান ১৮% হতে কমিয়ে ৯% নির্ধারণ করা হয়।

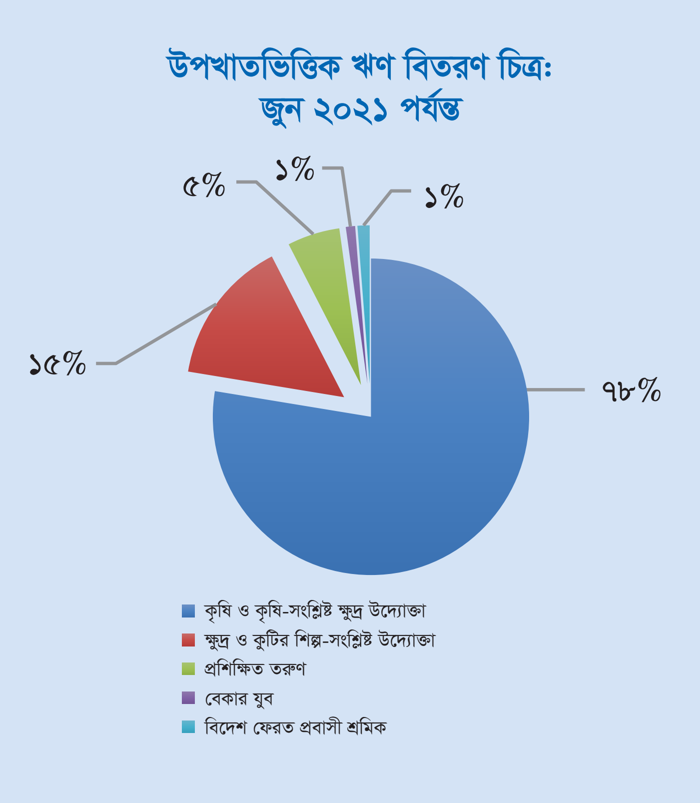

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত এই ৫০০ কোটি টাকা ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে নতুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১.২৫ লক্ষ (আনুমানিক) দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন উন্নয়নের জন্য ২০১৬ সাল থেকে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'স্বল্প

আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প' যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের 'Shelter Lending and Support' শীর্ষক পর্যায়ের আওতায় ১৩টি শহরে সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পিকেএসএফ সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ৭,৭৪৬ জন সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট ১৬৮৬.৬০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এর মধ্যে এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ প্রান্তিকে নতুন ৯৯৬ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে মোট ২৩২.৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

এছাড়া, ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সাতটি সংস্থাকে ২২.৮০ মিলিয়ন টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮%। প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক মিশন প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মানকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে মূল্যায়িত করেছে।

RMTP প্রকল্পের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) নামে একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। প্রাক্কলিত ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়সম্বলিত এই প্রকল্পে ইফাদের অর্থায়নের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পে ডেনিশ সরকারের সহ-অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি শস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী এবং মৎস্য এই তিনটি প্রধান কৃষিখাতভুক্ত এবং বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। গুণগত মান নিশ্চিত করে নিরাপদ কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে কাজ করবে RMTP। এজন্যে নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনে Global Good Agricultural Practices (GGAP) ও Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) প্রোটোকল অনুসরণ করার পাশাপাশি পণ্য শনাক্তকরণের (traceability) চেষ্টা করা হবে। এছাড়া Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রচলন করা হবে। বিভিন্ন গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে বৃহৎ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ অর্থায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্লকচেইন (Blockchain) প্রযুক্তি প্রয়োগসহ ক্রাউড ফান্ডিং (crowd funding) প্লাটফর্ম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০২০ মাসে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষায় ব্লকচেইন প্রযুক্তি

পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেছে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর আওতায় ফাউন্ডেশনের আর্থিক এবং অ-আর্থিক তথ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রথম বারের মত 'Blockchain' উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

'Blockchain' একটি বিকল্প তথ্য/ডাটা সুরক্ষা ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য, কোন ডক্যুমেন্ট প্রেরণ/গ্রহণ, গ্রাহক ও MFI পর্যায়ের অর্থায়ন, সঞ্চয়, ইনস্যুরেন্সের তথ্য সংরক্ষণ, উপখাতভিত্তিক উপ-প্রকল্প ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্যের অবস্থান শনাক্তকরণ, কৃষিতে সেচ, সার ও বালাইনাশক ব্যবহার এবং বহিঃউপদ্রব নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সর্বাধিক নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করা যায়।

বর্তমানে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পর্যায়ে আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ যেসব আর্থিক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, সেগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ একাধিক প্রশাসনিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তার ঝুঁকি থেকে যায়। 'Blockchain' প্রযুক্তি দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সফটওয়্যারের সীমাবদ্ধতা দূর করা যাবে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে নিজস্ব কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১ লক্ষ তরুণ-তরুণী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাদের একটা অংশ আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। অবশিষ্টদের জন্য দেশের উৎপাদনশীল আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাদেরকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তা হবে একটি কার্যকর সমাধান। এর ফলে তাদের স্বকর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম বড় বাধা হচ্ছে অর্থায়ন। ব্যাংক ও ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসহ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ঋণ প্রদান করে না। উল্লেখ্য, প্রারম্ভিক মূলধন অর্থায়নের কোন টেকসই মডেল বিশ্বে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি। আচরণ বিজ্ঞানের আওতায় এতদ্বিষয়ক প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে বর্তমানে উদ্যোক্তা হিসেবে এদের সামর্থ্য এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য Big data analysis বিষয়ক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের Psychometric profile তৈরি করার মাধ্যমে তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ আচরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

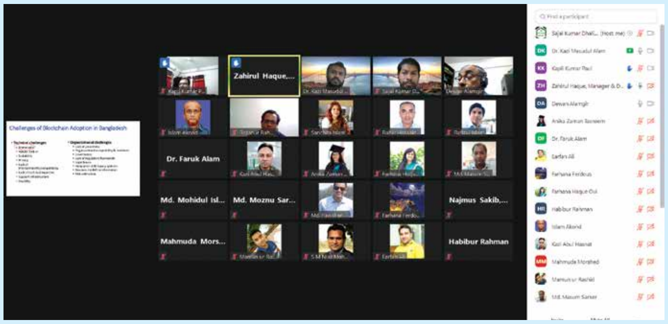

Blockchain প্রযুক্তি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

RMTP প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ব্লকচেইন প্রযুক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা বিষয়ে ৩টি অনলাইন ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'Blockchain Technology Essentials for Bangladesh' শিরোনামে প্রথম প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বিগত ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখে। পরবর্তীকালে 'Orientation on Blockchain and its Scopes for Microenterprises' শিরোনামে আরও ২টি অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ ১৯ ও ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে RMTP, PACE, SEP এবং MDP প্রকল্পসহ পিকেএসএফ-এর ২৭ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী মাসুদুল আলম এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাদেক ফেরদৌস প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলো পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে Blockchain প্রযুক্তি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা সাধারণ ধারণা গ্রহণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের দক্ষ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে অবহিত হন।

পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে পুনর্বিন্যাস

বিগত ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২৩৩তম সভায় সংস্থার 'কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের নিমিত্ত জনবল পুনর্গঠন (restructuring) এবং সুসংহতকরণ (streamlining) প্রসঙ্গে' আলোচনা করা হয়। সভায় এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ২০১৩ সালে সর্বশেষ জনবল restructuring-এর পর পিকেএসএফ-এর কাজের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া, পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিতে যথাযথ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠানের জনবল পুনর্গঠন ও সুসংহতকরণ করা প্রয়োজন। আলোচনা শেষে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের জনবল পুনর্গঠন ও সুসংহতকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য পর্ষদের ৩ জন সম্মানিত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, পূর্ববর্তী জনবল কাঠামো পর্যালোচনা এবং বর্তমানে কর্মরত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি, সাফল্য এবং সংস্থার রূপকল্প বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতার সামূহিক বিচার-বিবেচনার পর এবং সংস্থায় কর্মরত এ সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সুপারিশ প্রণয়ন করে।

অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতা বিবেচনায় পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ অনুযায়ী ভূতপূর্ব উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিনকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়। ভূতপূর্ব অন্যতম উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ-এর বর্তমান পদকে উন্নীত করে এবং অস্থায়ী (temporary) পদ সৃষ্টি করে তাকে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এছাড়া, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, ড. তাপস কুমার বিশ্বাস ও ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ যথারীতি বহাল থাকবে। তিনি ছাড়া ওপরে উল্লিখিত ৬ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সকলেই ০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পুনর্বিন্যস্ত পদে যোগদান করেন।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ ফজলুল কাদের

একটি বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। ১৯৯০ সালের ১ অক্টোবর পিকেএসএফ-এ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে যোগ দেন তিনি। ২০১১ সালে তিনি এই সংস্থার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচিকে কৃষিভিত্তিক চরিত্র থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমে বিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

পিকেএসএফ-এ তিন দশকেরও অধিক কর্মজীবনে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন এবং উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে অর্থায়ন, ব্যবসাগুচ্ছে ভ্যালু চেইন ও সার্বিক উদ্যোগ উন্নয়নে তার বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে। মোঃ ফজলুল কাদের নীতি প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশ্বের ৩৩টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া, থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেসরকারি উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে ১৯৯১ সালের ১ ডিসেম্বর পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। ২০১১ সালে তিনি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পান।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বিভিন্ন সময় পিকেএসএফ-এর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ দেশের আর্থিক নীতিমালা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতে অবস্থিত পিপল'স ফ্রেন্ডশীপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রপ্রকৌশলে স্নাতকোত্তর এবং পরে মস্কো ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য।

সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

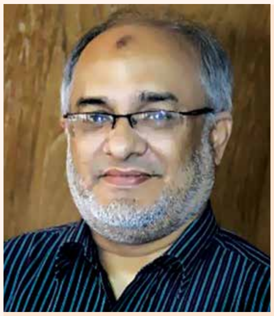

গোলাম তৌহিদ

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে জনাব গোলাম তৌহিদ ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে পিকেএসএফ-এ যোগ দেন। ২০১৩ সালে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে তিনি দীর্ঘ ৮ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। এবার তিনি সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন।

তিন দশকব্যাপী কর্মজীবনে ২৩ বছরেরও বেশি সময় তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ, কৃষি উন্নয়ন, এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন জনাব গোলাম তৌহিদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান ও তুরস্ক থেকে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ পরামর্শক হিসেবে সৌদি আরব, মরক্কো, বাহরাইন ও জর্ডান সফর করেন।

জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলার ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের বিশেষ কোন প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর থেকে পিকেএসএফ-এর অন্যতম উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। জনাব গোলাম মাওলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ মশিয়ার রহমান

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান পিকেএসএফ-এ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যোগ দেন।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই পিকেএসএফ হতে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি এই সংস্থার অর্থায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে ব্যাপকভাবে সফল 'সংযোগ' কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের প্রথম সমন্বয়ক হিসেবে বিশেষ কর্মনিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি। পিকেএসএফ-এর সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির নেতৃত্ব প্রদান করছেন তিনি।

জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাজীবনে তিনি লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

পূর্বতন সরকারি কর্মকর্তা ড. তাপস কুমার বিশ্বাস গবেষণা ইউনিটের পরিচালক হিসেবে ২০১৩ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন।

এর আগে তিনি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD)-এ পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ড. বিশ্বাস। তিনি জার্মানীর ডর্টমুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), ফিলিপাইন থেকে পোস্ট-ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। ড. তাপস কুমার বিশ্বাস উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ

২০১২ সালে উপ-সচিব পদে কর্মরত অবস্থায় লিয়েনে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ পিকেএসএফ-এর কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্পে (CCCP) সমন্বয়কারী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রজাতন্ত্রের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন।

ড. আহমাদ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর দু'বছর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শেষে তিনি ১৯৯০ সালে সহকারী কমিশনার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। জাতিসংঘের গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর পরামর্শক হিসেবেও তিনি দুই বছর নিযুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং যুক্তরাজ্যের এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন ড. আহমাদ। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং

উদ্বোধনী কর্মশালা

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর অর্থায়নে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং (MDP-AF)' শীর্ষক একটি প্রকল্প পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ০৭ জুন ২০২১ তারিখে এই প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং ঋণ কার্যক্রমের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন।

এডিবি-র মিশন

পিকেএসএফ কর্তৃক MDP প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়ন এবং মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কর্তৃক পিকেএসএফ-এর জন্যে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ এবং এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানভিত্তিক কারিগরি সহায়তা সম্বলিত Microenterprise Financing and Credit Enhancement Project (MFCEP) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই লক্ষ্যে, ২৩ জুন হতে ২৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে ADB-র ভার্চুয়াল Fact-Finding মিশন অনুষ্ঠিত হয়। ADB-র পক্ষে মিশনের নেতৃত্ব দেন Ms. Mayumi Ozaki, সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট। মিশনের সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মিশন শেষে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক প্রস্তুতি বিষয়ে ADB-র পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

দুই বছর মেয়াদি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ২০২৩ সালের জুন মাসে শেষ হবে। প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৯৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের ৪২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত MDP-AF-এর আওতায় পিকেএসএফ থেকে ৯৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৪২২ কোটি টাকা এবং জুলাই ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ২৭৫৮ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে ৩৯.৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মোট ১৯টি সূচকের ভিত্তিতে পিকেএসএফ-এর দু'জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ২০২১ সালে দু'টি আলাদা ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সহকারী ব্যবস্থাপক হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে জনাব এ.কে.এম ফয়জুল হক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং সহকারী ব্যবস্থাপক-এর নিচের পর্যায়ে জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, অফিসার এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। বিগত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন (বর্তমানে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক) নির্বাচিত কর্মকর্তাদ্বয়ের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। জনাব এ.কে.এম ফয়জুল হক ২০০২ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক প্রশাসন বিষয়ে এমএসএস সম্পন্ন করেন।

জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম ২০০০ সালে পিকেএসএফ-এ যোগদান করেন। তিনি ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা হতে এমবিএ সম্পন্ন করেন। তিনি বর্তমানে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, পিকেএসএফ-এর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরিবেশগত টেকসহিতা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে পিকেএসএফ পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৮-২০২৩) 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মোট বাজেট ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের ৪০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগকে পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং একই সঙ্গে পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৩০টি ব্যবসা উপখাতে মোট ৬৪টি উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে মোট ৫১৪.৭০ কোটি টাকার 'অগ্রসর' ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩ মে ২০২১ তারিখে সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের কারিগরি সহায়তায় উপ-প্রকল্প অনুমোদনের জন্য গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহযোগী সংস্থা 'বাস্তব-ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস্ সেলফ ডেভলপমেন্ট' কর্তৃক 'মেশিনারি অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট' উপ-খাতের আওতায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাটি মূল্যায়ন করা হয়।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬৪টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে এবং এগুলির বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সেগুলোর চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে আরোপিত দেশব্যাপী লকডাউন ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সময়ের মধ্যেও এপ্রিল-জুন ২০২১ প্রান্তিকে মোট ২৭টি উপ-প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

২০-২৮ জুন ২০২১ অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল এসইপি প্রকল্পের 'মিড-টার্ম রিভিউ মিশন' পরিচালনা করে। মিশন শেষে তারা প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অর্জনকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে অভিহিত করেন। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশে পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় এসইপি সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

প্রতিটি উপ-প্রকল্পের বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন পলিসি ও সেফগার্ড ডকুমেন্টসমূহের ওপর ৪-৬ এপ্রিল একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা নীতি নিয়ে এই প্রশিক্ষণ অধিবেশনে আলোচনা করা হয়। ৩০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার ৮২ জন কর্মকর্তা এতে অংশ নেন। এছাড়াও, এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পক্ষ থেকে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৮৯৪ জন কর্মকর্তাকে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ১,৪৩৪ জন ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সহযোগী সংস্থাসমূহের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৪ জুলাই ২০২১ অনলাইন মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪৭টি সহযোগী সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও ডকুমেন্টেশন অফিসারগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৫ জুলাই ২০২১ এসইপি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রকল্প ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'Most Significant Change' বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থা হতে মোট ১৩২ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা অংশ নেন।

২৮-২৯ জুলাই ২০২১ প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। দুই দিনে দু'টি ভিন্ন ব্যাচে মোট ১২০ জন কর্মকর্তা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার, পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২ আগস্ট ২০২১ তারিখে পরামর্শক জনাব মোহাম্মদ নাভিদ আকবর কর্তৃক সম্পাদিত 'To identify potential marketing and branding scope and its mechanism for different sub-sectors of SEP' শীর্ষক সমীক্ষার দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর তদানীন্তন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। সভায় ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক, গবেষণা ইউনিট, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট, ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ছাড়াও পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও ৩০টি সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও প্রকল্প সমন্বয়কারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এসইপি সুরক্ষা ও নীতিমালা বিষয়ক একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় বিগত ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে ২ সেপ্টেম্বর ২০২১। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উপ-প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত নবীন ৯২ জন কর্মকর্তা অনলাইন মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন।

পিপিইপিপি প্রকল্প

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (FCDO, ভূতপূর্ব DFID) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কবলিত জেলাসমূহের নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে লক্ষিত অতিদরিদ্র খানাসমূহের টেকসই উন্নয়নে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই বহুমাত্রিক প্রকল্পের কর্মএলাকার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপ্রবণ তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল--- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন উপজেলাসমূহ; সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা আক্রান্ত দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় এবং উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল। ২০১৯ সালে যাত্রা শুরুর পর পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকার অতিদারিদ্র্য বিমোচনে বিস্তৃত পরিসরে জীবিকায়ন, পুষ্টি এবং জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড

অতিদরিদ্র খানার টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে PPEPP প্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। জীবিকায়নের পাশাপাশি পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু-সহনশীল জীবিকায়ন

PPEPP প্রকল্পের কর্মএলাকার জলবায়ু-ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে সদস্যদের অতিদারিদ্র্য নিরসনে জলবায়ু-সহনশীল জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের প্রসার ও উপযুক্ত বাজার সংযোগ স্থাপনেও এই প্রকল্প কাজ করে থাকে।

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন

বিগত ৫-১৯ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজিত জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে পিপিইপিপি প্রকল্প। কর্মএলাকায় বসবাসকারী মানুষদের উদ্বুদ্ধকরণে কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি এবং মা ও শিশু ফোরামের নিয়মিত অধিবেশনের সময় বাড়ি বাড়ি যান এবং ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

‘অগ্রযাত্রা’: প্রকল্পের একটি নিয়মিত প্রকাশনা

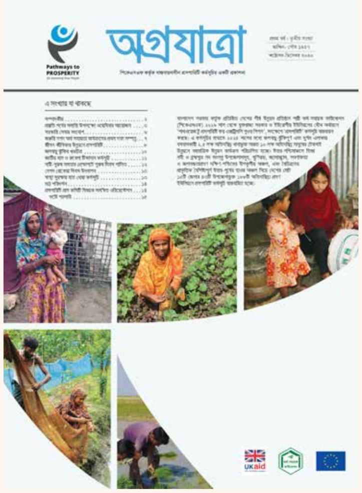

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PPEPP প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণীসহ ‘অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক তথ্যসাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশনায় বর্ণিল ও সচিত্র বিবরণীর মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির একটা সচিত্র ও সুসংবদ্ধ বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। PPEPP প্রকল্পের নাম থেকে এটাকে সাধারণভাবে শুধু হতদরিদ্র মানুষকে জীবনমান উন্নয়নের পথে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানমূলক কার্যক্রম মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে জনগোষ্ঠীর উন্নতির পথে নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়েও যে যথাযথ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এই প্রকাশনায়।

মাসুমার জীবনসংগ্রাম

সাতক্ষীরা জেলার শোভনালী ইউনিয়নের কাটাখালি গ্রামের গৃহবধূ মাসুমা খাতুন (২০)। জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার। খুলনা জেলার কয়রায় বেড়ে ওঠা মাসুমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে নদী ভাঙনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখতে দেখতে। তিনি বলেন, “আমার শ্বশুর বাড়ি ছিলো কয়রায়। ওখানে বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় আমাদের ঘরবাড়ি সবই পানিতে তলায়ে যায়। সেসব কথা মনে পড়লে কেমুন যে লাগে। কয়রায় শস্যের ক্ষেত নষ্ট হইছে, ঘেরের মাছ নষ্ট হইছে, ঘরবাড়ি ভেঙে তলাইয়া গেছে।”

সড়কের গাঁ ঘেঁষে খাস জমির ওপরে মাটি ও গোলপাতার ছোট্ট ছাপড়া কুঁড়েঘরে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকলেও মাসুমার দৃষ্টি থাকে ঘরের আরেক পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীটির দিকে। কখন আবার জোয়ারের লবণাক্ত পানি তার ঘরে ঢুকে পড়ে! যদিও দক্ষিণের উপকূলবর্তী জেলা সাতক্ষীরায় বেড়ে ওঠা মাসুমার কাছে এসব নতুন কিছু নয়। মাসুমার চিন্তা জুড়ে থাকে তার নয় মাস বয়সের মেয়েটি। ঘরের সব কাজ সামলে চঞ্চল বাচ্চাটিকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখাই যেন মাসুমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। যদি এই জায়গাও ডুবে যায়, কোথায় আবার ঠাঁই হবে মাসুমার!

এই মাসুমা খাতুন পিপিইপিপি প্রকল্পের একজন সদস্য। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে তিনি জীবিকায়ন, উন্নত পুষ্টিসহ বিভিন্ন সেবা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, তিনি কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে কর্মসূচির আওতায় জরুরি নগদ অর্থ সহায়তাও পেয়েছেন। এই অর্থ তিনি জরুরি খাবার, ওষুধ ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে ব্যয় করেছেন।

তিনি বলেন, “আমি **উন্নয়ন** থেকে (পিপিইপিপি বাস্তবায়নকারী পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা) থেকে বীজ পাইছি। করোনার সময় আমি তিন মাস নগদ টাকাও পাইছি। হেদের সাহাইজ্যো আমার টিকে থাকার লড়াইয়ে সাহস যোগাইছে।”

পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সভা

বিগত ৩১ আগস্ট ২০২১ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৩৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক সময়ে পরিচালনা পর্ষদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের সংবাদ তথ্য সাময়িকীতে পত্রস্থ করা হয় না। কিন্তু করোনার করাল প্রভাবে সারা পৃথিবী ও সকল সংগঠনের মত আমাদের কার্যক্রমের স্বাভাবিকতাও বিঘ্নিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যায়, গত বছর (২০২০) ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতিতে যে সভা আয়োজিত হয়, তার দেড় বৎসরাধিক কাল পরে অনুষ্ঠিত এই পর্ষদ সভায় সদস্যবৃন্দ সশরীরে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। তদুপরি, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য ছিল। ফাউন্ডেশনের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সদস্য হিসেবে তাঁর সর্বপ্রথম পর্ষদ-সভায় সশরীরে যোগদান করেন। এছাড়া, পরিচালনা পর্ষদের সদ্যসাবেক সদস্য রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদকে ২৩৬তম সভার শেষে ঘরোয়া আয়োজনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়। বয়সে প্রবীণ, কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনায় চিরতরুণ পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় উপস্থিত হয়ে সকলকে আনন্দাপ্লুত করেছেন। দীর্ঘ বিরতির পর মুখোমুখি আলোচনাকে মান্যতা দেয়া এই সভায় পর্ষদের অন্য তিনজন সদস্য জনাব পারভীন মাহমুদ, জনাব অরিজিৎ চৌধুরী ও জনাব নাজনীন সুলতানা অংশগ্রহণ করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে পর্ষদের অন্যতম সদস্য ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তথ্যপ্রযুক্তির চতুষ্কোণ বৃত্তের বাইরে শারীরিক উপস্থিতিতে পর্ষদ সভার এই পুনঃসূচনা সকলকেই তৃপ্ত করেছিল।

গবেষণা কার্যক্রম

টেকসইভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সিবিএ পদ্ধতি

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে টেকসইভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি বেইজড অ্যাডাপটেশন (CBA) পদ্ধতি বিষয়ে খতিয়ে দেখতে গবেষণা ইউনিট একটি প্রকল্প-পরবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। গবেষণাধর্মী এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিলো ২০১৬ সালে শেষ হওয়া কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে অনুদান-নির্ভর অর্থায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন। CBA প্রক্রিয়ার মূলনীতি হলো প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদেরকে যথোপযুক্ত কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্তকরণ।

CCCP প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিটিভিত্তিক জনগোষ্ঠী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। CCCP হতে বাজেটের ৯০% অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়, আর বাকি ১০% কর্মসূচি গ্রহীতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। নিজস্ব মালিকানা বা অধিকারের মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে সদস্যদের ক্ষুদ্র পরিসরে আর্থিক অংশগ্রহণ কর্মসূচিসমূহের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে যা অপরিহার্য ছিলো। এছাড়াও, প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির মাঝে হস্তান্তর করা হয়। এই সকল কর্মসূচি চালিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সংস্থান তারাই করে থাকে। সুতরাং, CCCP প্রকল্প বাস্তবায়নে CBA প্রক্রিয়া সফলভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। খানা জরিপ হতে দেখা যায়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর সেগুলির স্থায়িত্বের হার অত্যন্ত উচ্চ, যেমন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ক্ষেত্রে ৯৯.৩৫%, ভিটা উঁচুকরণের ক্ষেত্রে ৯৮.৫২%, ও পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে ৮৫.৮৭%। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালন কর্মসূচিতে মাঝারিভাবে স্থায়িত্বের হার (৬১.৬৬%) অর্জিত হয়েছে; অন্যদিকে উন্নত চুলার ব্যবহারকারীর সংখ্যা মাত্র ২২.২২% গ্রহীতা। আশানুরূপভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম টেকসই হবার পেছনে CBA পদ্ধতি কার্যকর হওয়ায় পিকেএসএফ-এর পরবর্তী প্রকল্প বা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

পিকেএসএফ-এর সকল ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন অধিকতর কার্যকর ও সুচারুভাবে প্রণয়নের স্বার্থে ৩ জুন ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পরিচালক (গবেষণা) ড. তাপস কুমার বিশ্বাস এবং এমআইএস শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সহযোগী সংস্থার সরবরাহকৃত প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার যথার্থতা অনুসন্ধান এবং প্রতি দুই বছর অন্তর পিকেএসএফ কর্তৃক মাঠ পর্যায় হতে বৃহৎ পরিসরে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ওপর গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ-এর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের ওপর গবেষণা ইউনিট একটি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেছে।

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তারই সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে ২০১৯ সাল থেকে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । বর্তমানে এই কর্মসূচি ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৬টি জেলার ৩৩টি উপজেলায় ৭৬টি শাখার কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ১৬টি সংস্থার মাধ্যমে ২,৪৭৫ জন সদস্যকে সর্বমোট ৫৬২.২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে, এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ প্রান্তিকে ৩৭১ জন সদস্যের মাঝে ৭৩.১১ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সহযোগী সংস্থার নাম	কর্মএলাকা (উপজেলা)
আদ্-দীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	শার্শা
ইএসডিও	ঠাকুরগাঁও সদর
টিএমএসএস	বগুড়া সদর
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	পার্বতীপুর
এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)	শরীয়তপুর সদর
জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট সদর, ধামুরহাট, বদলগাছী ও পাঁচবিবি
ঘাসফুল	পটিয়া, আনোয়ারা, হাটহাজারী, ফেণী সদর ও নওগাঁ সদর
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা সদর
ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা ও দামুড়হুদা
হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ ও রাজনগর
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা)	সীতাকুণ্ড ও মিরের সরাই
রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	ঝিকরগাছা
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সুবর্ণচর
পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর ও কুলিয়ার চর
শতফুল বাংলাদেশ	মোহনপুর ও বাঘমারা
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ এবং উল্লাপাড়া

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' এর আলোকে ও দিক-নির্দেশনায় পিকেএসএফ কর্তৃক ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে কাজ করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ হতে উদ্ভাবনী ধারণার ওপর নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে তা হালনাগাদ করা হয়।

এপ্রিল-জুন ২০২১ প্রান্তিকে পিকেএসএফ উদ্ভাবন বিষয়ক নিয়মিত সভার আয়োজন করেছে। এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের অংশগ্রহণে বিগত ৫ এপ্রিল ২০২১ এবং ১২ মে ২০২১ তারিখে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং জনাব মোঃ আশরাফুল হক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনলাইনে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত একটি উদ্ভাবনী ধারণা,

একটি ডিজিটাল সেবা ও একটি সহজীকৃত সেবা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ড. একেএম নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) এবং জনাব ফারজানা হামিদ, ব্যবস্থাপক (জনবল) ও মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) অংশগ্রহণ করেন।

Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

SEIP প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত মোট ২২,৬৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন মোট ২১,০৬৩ জন। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫,২৭৩ জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৭২ জন বিদেশে কর্মরত রয়েছেন।

তৃতীয় ধাপের অগ্রগতি

প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে ৩ মাস মেয়াদে ১৫টি ট্রেডের আওতায় ২৯টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১২,০০০ তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পূর্বে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী জুলাই ২০২১ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার কথা থাকলেও মহামারি কোভিড-১৯ জনিত কারণে আগস্ট ২০২১ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও, ৪০০ প্রতিবন্ধী ও ৬০০ এতিম তরুণকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযত্ন প্রদানকারী (Care-giving) ট্রেডে ২৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের একটি প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিজনেস প্ল্যানের খসড়া পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত করে SDCMU-কে প্রদান করা হয়েছে।

চাকরি না করে নিজেই সফল উদ্যোক্তা মাসুদ রানা

সরকারি পলিটেকনিক থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করা যশোরের মাসুদ রানা বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন Learning & Earning প্রকল্প থেকে আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। পরে তিনি Skills for Employment Investment Program (SEIP) বাস্তবায়নকারী পিকেএসএফ-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হন। এ সময় তিনি উদ্যোক্তা হবার লক্ষ্যে বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেস দেখে ৫ সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে গঠন করেন একটি আউটসোর্সিং ফার্ম - 'Future IT Home'।

মাসুদকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ আসতে শুরু করে আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে। মাসুদ রানা তার প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন Rextent; যা আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে নিবন্ধিত। বর্তমানে তার মাসিক আয় আড়াই থেকে চার লাখ টাকা। তার নিয়মিত গ্রাহকদের মধ্যে আছে, আমেরিকার Fortune Home Buyer LLC, Savvy Home LLC, Okie Weed Finder LLC এবং ভারতের Profitship-India।

Rextent LLC-র বাংলাদেশ অফিসে কর্মসংস্থান হয়েছে ১২ জনের। দক্ষতা অনুযায়ী এদের বেতন ৮ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তার কোম্পানির সম্পদমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। Rextent-কে মাসুদ রানা বাংলাদেশের একটি শীর্ষ বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (BPO) প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আগামী এক বছরের মধ্যে প্রতি মাসে আয় করতে চান ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

গবাদি প্রাণী সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ ২০১৯ সাল থেকে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services শীর্ষক প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের উন্নততর খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের আওতায় ২১ জুন ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে এক চুক্তি স্বাক্ষর ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এতে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হেড অব কো-অপারেশন Corinne Henchoz Pignani অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া পিকেএসএফ, SDC, Swisscontact ও সহযোগী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশ নেন।

কৃষি ইউনিট

২০১৩ সাল থেকে গ্রামের দরিদ্র কৃষক জনগোষ্ঠীর কৃষিজ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মূলস্রোত কার্যক্রম হিসেবে কৃষি ইউনিট গঠিত হয়। ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের যথোপযুক্ত অর্থায়ন এবং একই সঙ্গে সময়োপযোগী, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি কর্মকৌশল তাদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়াই এই ইউনিটের লক্ষ্য। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করার জন্য এই ইউনিট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কৃষকদের খামারের আয়তন ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ইউনিট তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

BRRI-এর সঙ্গে সম্মতি স্মারক স্বাক্ষর

বিগত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI), জয়দেবপুর, গাজীপুরে পিকেএসএফ ও BRRI-এর মধ্যে কালো ধানের সম্প্রসারণ ও স্বীকৃতির বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে কালো ধানের সক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য প্রাথমিকভাবে BRRI কর্তৃক এই ধানের (ক) Physiological Trial (খ) ফলন সংক্রান্ত Field Trial এবং (গ) পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ বিচার--এই তিনটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করে। উক্ত পরীক্ষাসমূহের জন্য পিকেএসএফ ১০ কেজি কালো ধানের বীজ BRRI কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করেছে। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে BRRI ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে সমন্বিতভাবে কালো ধান নিয়ে কাজ করার বিষয়ে বিগত ১৮ মে ২০২১ তারিখে একটি সম্মতি স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ প্রেরিত কালো ধানের বীজ দিয়ে BRRI ইতোমধ্যে Physiological Trial সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে BRRI গবেষণা মাঠে কালো ধানের Field Trial চলমান রয়েছে। এছাড়া, BRRI কর্তৃপক্ষ কালো ধানের নমুনা জিন ব্যাংকে germplasm হিসেবে সংরক্ষণ করছে। সভায় কালো ধান ছাড়াও BRRI উদ্ভাবিত ব্রি ধান ৯৭, ব্রি ধান ৯৮, ব্রি ধান ১০০ ইত্যাদি আধুনিক ধানের জাত পিকেএসএফ-এর বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করার বিষয়ে উভয় প্রতিষ্ঠান একমত পোষণ করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

রবি চন্দ্র এখন সফল মৎস্য উদ্যোক্তা

রবি চন্দ্র দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পলাশবাড়ি ইউনিয়নের মাছুয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০১৭ সালে ৫ একর জলাশয়ের ৩টি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। কিন্তু মাছ চাষে ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় বাড়তে থাকায় রবি চন্দ্র অনেকটা দিশেহারা অবস্থায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র-এর সাথে যোগাযোগ করেন।

সংস্থার ধোবাকল শাখার আওতাধীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের সহায়তায় ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে মাছের পিলেট খাবার তৈরির একটি মেশিন অনুদান হিসাবে পাওয়ার পর রবি চন্দ্র মাছের খাবার তৈরি শুরু করেন। মাছের খাবার তৈরিতে তিনি কাঁচামাল হিসেবে গমের ভুষি, সরিষার খৈল, ফিশমিল, চিটাগুড়, ভিটামিন ও খনিজ লবণ ব্যবহার করেন। প্রথম মাসেই প্রায় ৭৫০ কেজি খাবার তৈরি করে তিনি নিজের পুকুরে ব্যবহার করেন। তিনি লক্ষ করেন, এই খাবার খাওয়ার ফলে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটছে। এই সাফল্য দেখে এলাকার অনেক মাছচাষী তার নিকট হতে মাছের খাবার ক্রয় করেন। এরপর রবি চন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে উপজেলায় বিভিন্ন খামারীদের নিকট মাছের খাবার সরবরাহ শুরু করেন। মাছের পিলেট খাবার তৈরির জন্য তিনি আরও দুইটি মেশিন নিজ বিনিয়োগে স্থাপন করেন। পাশাপাশি, তিনি মাছের খাবারে ব্যবহৃত কাঁচামাল রাখার ঘর এবং মাছের খাবার শুকানোর জন্য পাকা স্থান নির্মাণ করেন। তিনি ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ১০২ টন খাবার উৎপাদন করে নিজের পুকুরে ব্যবহার করেন। এই উদ্যোগ হতে তিনি বিগত ৩ বছরে প্রায় ৮,১৬,০০০ টাকা লাভ করেছেন।

মাছ চাষের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি মৎস্য অধিদপ্তরে মাছের খাবার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছেন।

রবি চন্দ্র আশা করেন, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স পেলে তিনি অধিক পরিমাণ মাছের খাবার উৎপাদন এবং বাজারজাত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। সংস্থার বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডসমূহের উন্নততর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সংস্থার নিজস্ব জনবল ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিরতিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। কাজের বৈচিত্র্য, সম্প্রসারণ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যথোপযুক্ত পরিবর্তন আনা হয়। বৈশ্বিক মহামারি করোনার সময়ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিরতিতে উচ্চতর শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে ইন্টার্ন হিসেবে যুক্ত থাকেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ সময়ে পিকেএসএফ-এর মূলকাঠামো ও প্রকল্পভুক্ত ২৮১ জন কর্মকর্তা ৫টি ব্যাচে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিষয়	প্রশিক্ষণার্থী	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক সংস্থা
ইনোভেশন টিমের সদস্যদের অংশগ্রহণে উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৭	০১-০২ জুন ২০২১ অনলাইন	অর্থ মন্ত্রণালয়
ডিজিটাল স্বাক্ষর	১২৮	১২ জুন ২০২১ অনলাইন	ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
Subject based ToT on Microenterprise Financial Analysis and Loan Expansion Strategy	১৭	২৩-২৪ জুন ২০২১ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
Environmental Safegaurds and Management for Microenterprises	৩৯	০৫ জুলাই ২০২১ অনলাইন	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
ডিজিটাল স্বাক্ষর	৯০	২১ আগস্ট ২০২১ অনলাইন	ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের ফলে বিগত ২০২০ সাল থেকে প্রশিক্ষণ শাখার কর্ম-পরিসরে কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে; শ্রেণিকক্ষভিত্তিক অনুশীলনের পরিচালনার পরিবর্তে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কোভিডকালীন মার্চ ২০২০ হতে অদ্যাবধি প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতে ৩টি নতুন অনলাইন-বান্ধব প্রশিক্ষণ কোর্স উন্নয়ন করেছে, যার আওতায় ৩টি কোর্সে ৪৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ১,১৪২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই তিনটি নতুন কোর্স হলো, যথাক্রমে– কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ ও ঋণ মূল্যায়ন এবং মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ।

এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ সময়কালে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ এবং ঋণ মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রণীত মডিউলটি আরো সময়োপযোগী ও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এই সময়ে জনবল শাখার আয়োজনে প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ১৭ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ ভেন্যুতে উল্লিখিত কোর্সের ওপর অর্ধবেলা করে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া 'মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ' শীর্ষক অনলাইনভিত্তিক কোর্সটিকে একটি পরিপূর্ণ ম্যানুয়ালে রূপান্তর করে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার ৭২ কর্মকর্তার কাছে এর সফট কপি প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সময়কালে প্রশিক্ষণ শাখা থেকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ ভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত থাকার বিষয় বিবেচনা করে পিকেএসএফ অনলাইনে ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে জুম বা মেসেঞ্জারের মত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পিকেএসএফ-এ তাদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনায় ইন্টার্নশীপ-এর কাজ সম্পন্ন করছে। এর মধ্যে Bangladesh University of Professionals (BUP)-এর চারজন শিক্ষার্থী আগস্ট ২০২১-এ তাদের ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করছেন।

করাল করোনাকালে পিকেএসএফ-এর ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

গ্রন্থটির শিরোনাম বেশ সুদীর্ঘ। তা থেকেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ধারণা গড়ে নিতে পারি। প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তারপরও কোভিড-১৯ এক অনিঃশেষ শঙ্কার নাম। এক দুঃসহ সময়ের ইতিহাসের লিখন চলছে অদ্যাবধি। কেউ জানে না, কবে হবে শেষ এই অভিশাপবিদ্ধ কাল। করোনা আমাদের সন্ত্রস্ত করেছে, এপর্যন্ত এদেশে ঝরেছে ২৭ হাজারেরও বেশি প্রাণ, সারা পৃথিবীতে ৪৭ লাখেরও বেশি। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সবই বিপুলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সারা দেশের দরিদ্রজনদের নিয়ে কাজ করে। আমাদের কাজ মাঠে-ঘাটে, উপকূলে, পাহাড়ে। মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগেই আমাদের কর্মপদ্ধতি ও সাফল্য গড়ে ওঠে। করোনা সেই কর্মপন্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এবং পিকেএসএফ-এর কর্মীদল ও সহযোগী সংস্থাসমূহের আন্তরিকতা ও শ্রমনিষ্ঠায় আমাদের মিশন ছিল চলমান। এই দুর্যোগকালে আমাদের কাজের তালিকা ও সাফল্যের খতিয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। কিন্তু এটি পিকেএসএফ-এর কাজের কোন সাধারণ বিবরণী নয়। এই গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট অন্বেষা হল, আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়ণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDGs-এর প্রতিফলন। অভীষ্ট ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত একটা বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে এতে। সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় আছে বর্ণনামূলক সংবাদ ও অগ্রগতির পর্যালোচনা। পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কর্মোদ্যোগের সামাজিক মাত্রার পরিচয়ও পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সংস্থার অন্যতম সহকারী মহাব্যবস্থাপক ইখতিয়ার জাহান কবির এই শ্রমসাধ্য কাজটি সমাধা করেছেন; তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনের উপদেশনা ও তত্ত্বাবধানে SDGs বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলাম গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন।

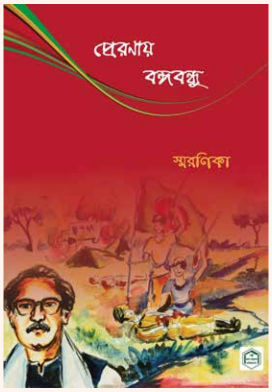

করোনাকালের এই দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞতার মধ্যেও ২০২০/২১ ছিল আমাদের জন্য এক গৌরবময় এবং উৎসবমুখর সন্ধিক্ষণ: মুজিব শতবর্ষ ও তার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একাধিক ভার্চুয়াল আলোচনা-সভার আয়োজন করেছি। সহযোগী সংস্থাসমূহও সাধ্যমত নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। মুজিববর্ষ উপলক্ষে পিকেএসএফ-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত যুব সমাজকে নিয়ে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়। জাতির পিতার আদর্শ ও প্রভাব বর্তমান যুবসমাজকে কতটা স্পর্শ করতে পেরেছে, তা পরিমাপনের উদ্দেশ্যও ছিল এই বিশেষ উদ্যোগে। উল্লেখ্য, দেশের **সমৃদ্ধি**-ভুক্ত ২০২টি ইউনিয়নে সংগঠিত যুবসমাজের সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে যুবদের নিয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল শেখ মুজিবকে ঘিরে। অন্যদিকে, ছবি আঁকার প্রতিপাদ্য ছিল 'মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ'। গল্পের বিষয় ছিল: 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' এবং প্রবন্ধের বিষয়: 'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা।' সব মিলিয়ে দেশব্যাপী প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৮,৮২০। বিশেষজ্ঞ কমিটি তা থেকে শ্রেষ্ঠদের নির্বাচন করার শ্রমসাধ্য সেই কাজটি সম্পন্ন করেছে। প্রতিযোগীদের আঁকা ৪৩৭টি ছবি থেকে ৭১টিকে নির্বাচন করে পিকেএসএফ ভবনে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নির্বাচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন এবং বড়দের ৩টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সুমুদ্রিত সচিত্র স্মরণিকা *প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু*।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর খুবই জনপ্রিয় এক কর্মসূচি হল **সমৃদ্ধি**। শিক্ষা হল এই কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ। দরিদ্রজন, পিছিয়ে থাকা মানুষেরা, যারা এই কর্মসূচির সদস্য, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাবঞ্চিত। তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় বাড়তি কোন সাহায্য করতে পারেন না। ফলে, এইসব শিশু বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং দিনশেষে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে। **সমৃদ্ধি**-র প্রধান লক্ষ্য হল: দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু শিশুরা যদি প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকেই ঝরে পড়ে, তাহলে সক্ষমতা বৃদ্ধি হবে কিভাবে? এই সমস্যার সমাধানেই চালু করা হয়েছে, শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র। বিকালে শিশুরা আসে এই কেন্দ্রে এবং একজন সহায়তাকারী শিশুদের পড়াশোনায় সহায়তা দান করেন। এছাড়া শিশুদের বিভিন্ন জাতীয় দিবস বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়। যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিজয় দিবস প্রভৃতি। সহায়তাকারীবৃন্দ স্বাস্থ্য প্রযত্ন ও নৈতিকতা বিষয়েও আলোচনা করেন। এই সব সহায়তাকারী যাতে আরো দক্ষভাবে শিশুদের শেখাতে পারেন, সেজন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই পাঠন সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সহায়তাকারীবৃন্দ প্রশিক্ষণের কলাকৌশল জেনে আরো ভালোভাবে যেন পাঠদান করতে পারেন, সেজন্য এই *সহায়িকা* প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, এই গ্রন্থে শিক্ষা বিষয়ে পরিবার, অভিভাবক, জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্তির কথা আছে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় ৪ নেতাসহ ৪ জন মহিয়সী বাঙালি নারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে। চার দশকের অধিককাল শিক্ষকতা ও শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি প্রশিক্ষণের সুযোগবঞ্চিত শিক্ষাসহায়তাকারীদের সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা ও পাঠকেন্দ্রের পরিবেশ এবং পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

জুলাই ২০২০-আগস্ট ২০২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৪৯.৬৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৩৫.৮২ বিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩৮ ভাগ। নিচে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (মিলিয়ন টাকায়) (আগস্ট ২০২১ তারিখে)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ		
জাগরণ	১৫৬৩৩৫.৪৯	১৯৫২২.২৭
অগ্রসর	৮০৩৫৪.৮৬	১৫৭৩৯.৭১
সুফলন	১০৪৬৬৪.১০	২৮৬০.৫০
বুনিয়াদ	২৮৫৬১.৭০	২৭২২.৫৪
সাহস	১০১৪.২০	১০.০০
কেজিএফ	১১৬৬৯.৫০	৪৫৪.০০
সমৃদ্ধি	১০২৮২.৮৩	৩৭৬৯.২০
এলআরএল	৫৯৮০.০০	৫৬৮৭.০০
লিফট	২০৯২.২১	৬২২.৮৮
এসডিএল	৬৪৬.০০	২১৭.৫০
আবাসন	৪২০.০০	৩৫০.২৯
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৭২১.৫৯	৩৭২.১৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৪০৪৭৪২.৪৭**	**৫২৩২৮.০১**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৩০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৪৯২.১০	১২৫০.৯৪
অগ্রসর (এমডিপি)	১০১৯৩.৬৬	৭৯২৯.১৭
অগ্রসর (এসইপি)	১০৮.৫০	১০২.৯৮
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬১৫০.৯৫	৩৯৩৫.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**৩১০৭৬.২৬**	**১৩৪১৫.০০**
সর্বমোট	**৪৩৫৮১৮.৭৩**	**৬৫৭৪৩.০১**

ঋণ বিতরণ ২০২০-২০২১ (মিলিয়ন টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্প	পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২০-আগস্ট '২১)	সহ. সংস্থা-ঋণগ্রহীতা (জুলাই '২০-ফেব্রুয়ারি '২১)
জাগরণ	১০৫৫৬.৪০	১৬৩০২৬.১৬
অগ্রসর	৯৮০৫.৫০	১৪৬১৩৯.৭৭
বুনিয়াদ	২০৪০.০০	৫৬৯৪.৭২
সুফলন	৮০৬৬.৫০	৪৩৭০৫.৮০
কেজিএফ	১৬০২.০০	২৬৬৪.১৬
লিফট	১৪৬.০৯	১৪১২.৬৪
সমৃদ্ধি	২০০৯.৮০	৪৬৫৬.৩৯
এলআরএল	৫৯৮০.০০	৩১১৫.৭১
অগ্রসর(এমডিপি)	৬০৬৫.০০	৫৫১৯.৯৯
অগ্রসর (এসইপি)	২০৯৭.০০	২২৫৪.৬৫
এলআইসিএইচ-এসপি	৭১৪.১০	৬৮৮.২০
আবাসন	১৭০.০০	২০৩.৫১
অন্যান্য	৪৩২.২৩	২১৬৬৮.৮৬
মোট	**৪৯৬৮৪.৬২**	**৪০০৭৫০.৫৫**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা সদস্য

২০২০-২০২১ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৪০০.৭৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৪৪৪৫.০২ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.০১ ভাগ। ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩৮৭.৩১ বিলিয়ন টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১৫.৩০ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৯০.৭১ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs from July'20-August'21 (Million BDT)

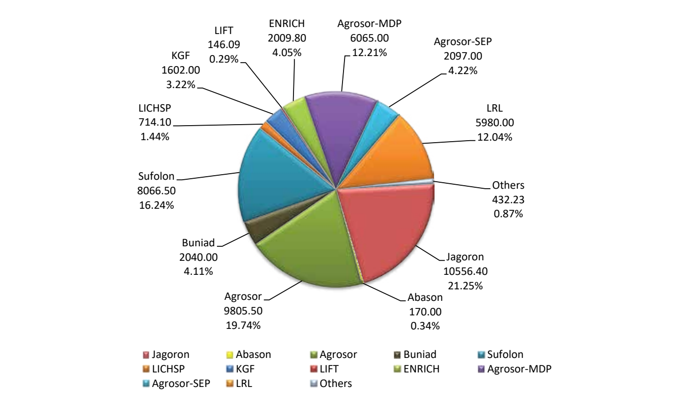

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2020-21 (Up to Feb'21) (Million BDT)

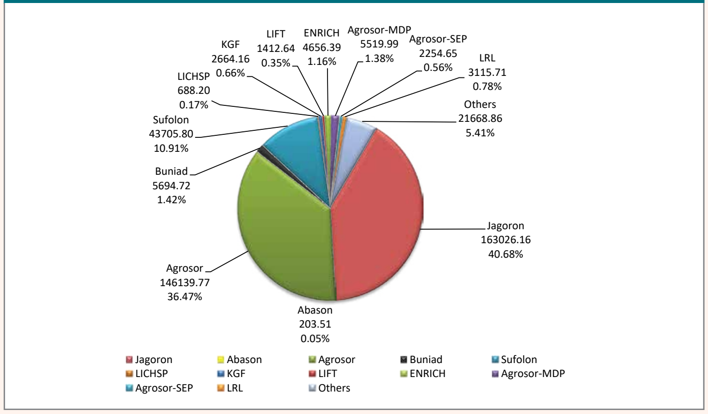

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
ড. নমিতা হালদার এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য
জনাব অরিজিৎ চৌধুরী	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ক ওয়েবিনার

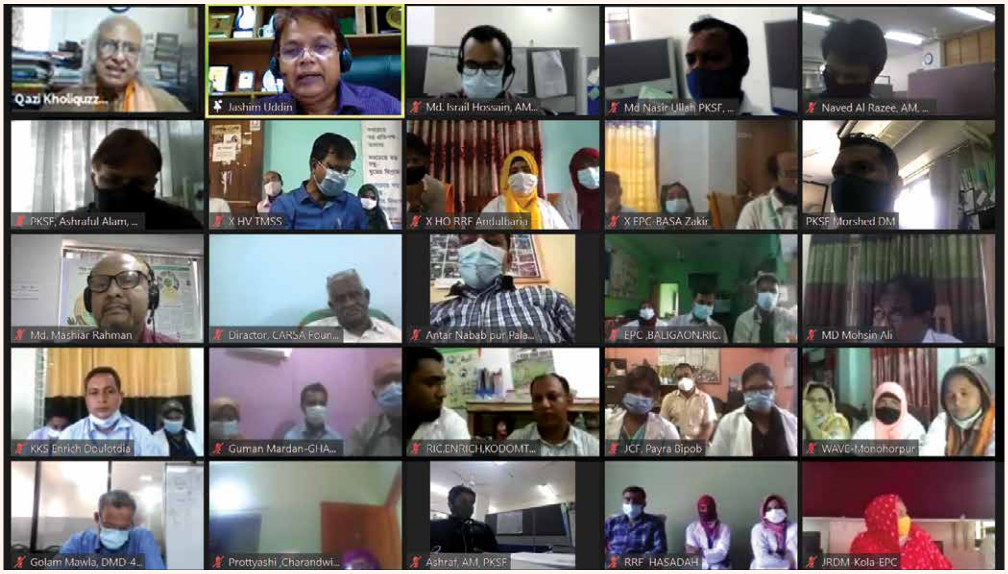

পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম হল স্বাস্থ্যসেবা। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ২০২টি ইউনিয়নে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা, শিশু, কিশোরী, যুব, বৃদ্ধ সকল জনগোষ্ঠীকে নিরলস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে **সমৃদ্ধি**-র স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৫১টি ইউনিয়নে 'ENRICHed SASTHO' (ENRICHed Safe and Affordable Statistical Tool for Health-Service Optimization) এ্যাপ-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। মার্চ ২০২০ থেকে Cloud Based Medical System (CMED)-এর সহযোগিতায় এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই অ্যাপ ব্যবহারের ফলে কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক ও জনমিতিক তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা যাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে এই সেবা **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হবে।

বিগত ১০ জুন ২০২১ তারিখে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এই ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন। ওয়েবিনারে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিমেড-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১১৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, ২০০টি ইউনিয়নের **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি সমন্বয়কারী, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ প্রায় ৭০০ জন অংশগ্রহণ করেন। ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনাকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত করা হবে। অনুষ্ঠানে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ এই অ্যাপ-এর ব্যাপক সুবিধাদি তুলে ধরেন।

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমে ব্যবহৃত অ্যাপ ENRICHed SASTHO-এর সুবিধাদিসহ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ইত্যাদি বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। এই ওয়েবিনারে 'ENRICHed SASTHO' অ্যাপের মাধ্যমে মার্চ-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৫১টি ইউনিয়নের প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মানুষকে প্রদত্ত সেবা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সুফলসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ড. আহমদ বলেন, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে পিকেএসএফ একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহযোগিতা করছে।